তোমরা শীঘ্রই তোমাদের রব্ব কে দেখতে পাবে , যেমনি তোমরা এ চাঁদটিকে দেখতে পাচ্ছো। তাঁকে দেখতে তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না (ভিড়ে ঠেলাঠেলিও করবেনা)।

জারীর বিন আব্দুল্লাহ রদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন: একবার আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি রাতে (পূর্ণিমার) চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন : “তোমরা শীঘ্রই তোমাদের রব্ব কে দেখতে পাবে , যেমনি তোমরা এ চাঁদটিকে দেখতে পাচ্ছো। তাঁকে দেখতে তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না (ভিড়ে ঠেলাঠেলিও করবেনা)। অতএব, তোমরা যদি সক্ষম হও , সূর্য উঠার আগের সালাত ও সূর্য ডুবার পূর্বের সালাত (যথাযথভাবে) আদায় করতে পরাজিত হবে না, তাহলে তাই করো।” অতপর তিনি তিলাওয়াত করলেন: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ}» “কাজেই তোমার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করো সূর্য উদয়ের আগে ও অস্ত যাওয়ার আগে। ”

[সহীহ] [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

একরাতে সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। তিনি - চৌদ্দ তারিখ রাতের - চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন : মুমিনগণ অবশ্যই প্রকৃতই স্বচক্ষে তাদের রবকে দেখতে পাবে, কোন সন্দেহহীন ভাবেই। তারা তাদের রবকে দেখতে কোনো ভীড় , কষ্ট বা অসুবিধে হবে না। অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : অতএব, তোমরা যদি সক্ষম হও যে , ফজরে সালাত ও মাগরিবের সালাত আদায় করতে যেসব জিনিস বাঁধার সৃষ্টি করে , সেগুলোকে ছিন্ন করতে , তবে তাই করো। তোমরা এ দু ওয়াক্তের সালাত জামা ‘আতের সাথে ওয়াক্তমতো পরিপূর্ণভাবে আদায় করো। কেননা এগুলো মহান আল্লাহর চেহারা দেখার উপায়। অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করলেন: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ}» “কাজেই তোমার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করো সূর্য উদয়ের আগে ও অস্ত যাওয়ার আগে।”

http://www.sunnah.global/hadeeth/bn/show/5657